Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

আখিরাতে বিশ্বাস মানব জীবন এ কি পরিবর্তন আনে?

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: শারাফাত কারীম

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সুমাইয়্যা ইসলাম

রোলঃ ২৩০৯০১২০৪৩৮

৩১ মে, ২০২৬ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

আখিরাতে বিশ্বাস মানব জীবন এ কি পরিবর্তন আনে?

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: শারাফাত কারীম

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সুমাইয়্যা ইসলাম

রোলঃ ২৩০৯০১২০৪৩৮

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " আখিরাতে বিশ্বাস মানব জীবন এ কি পরিবর্তন আনে? " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে সুমাইয়্যা ইসলাম, আইডিঃ ২৩০৯০১২০৪৩৮ বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: শারাফাত কারীম
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ
আকিদাহ ও ফিকহ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " আখিরাতে বিশ্বাস মানব জীবন এ কি পরিবর্তন আনে? " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: শারাফাত কারীম উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

Sumiya Islam

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৩১ মে, ২০২৬ ইং

সুমাইয়্যা ইসলাম

আইডিঃ ২৩০৯০১২০৪৩৮

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভূমিকা 6

আখিরাতের ধারণা: সংজ্ঞা ও তাৎপর্য 8

ইমানের অংশ হিসেবে আখিরাতে বিশ্বাস 13

মানব জীবনে আখিরাত বিশ্বাসের প্রভাব 16

নৈতিক চরিত্র গঠনে আখিরাত বিশ্বাসের প্রভাব 18

ব্যক্তিগত জীবনে আত্মনিয়ন্ত্রণ 20

সামাজিক আচরণে ইতিবাচক পরিবর্তন 22

অপরাধ প্রবণতা কমাতে আখিরাত বিশ্বাসের ভূমিকা 24

মানসিক শান্তি ও স্থিতিশীলতা অর্জন 26

কষ্ট ও বিপদে ধৈর্য ধারণ 28

আখিরাত বিশ্বাস বনাম নাস্তিক দৃষ্টিভঙ্গি 30

আখিরাত বিশ্বাস ও আধুনিক সমাজ 33

যুব সমাজে আখিরাত বিশ্বাসের প্রভাব 34

ইসলামের প্রাথমিক যুগে আখিরাত বিশ্বাসের বাস্তব উদাহরণ 36

বর্তমান সমাজে আখিরাত বিশ্বাসের অভাবের প্রভাব 38

গবেষণার সারসংক্ষেপ 40

উপসংহার 41

ভূমিকা

ইসলামী আকিদার অন্যতম মৌলিক স্তম্ভ হলো আখিরাতে বিশ্বাস। কুরআন ও সহিহ হাদিসে বারবার মানুষের সামনে এই সত্যটি তুলে ধরা হয়েছে যে পৃথিবীর জীবন সাময়িক এবং প্রকৃত জীবন হলো আখিরাতের জীবন। একজন মুসলিমের নৈতিকতা, আচরণ, আত্মশুদ্ধি ও সামাজিক দায়িত্ববোধের মূল চালিকা শক্তি হচ্ছে আখিরাতে বিশ্বাস।

কুরআনে আল্লাহ সুবহানাল্লাহ ওয়াতাআ'লা এরশাদ করেন:

وَٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِٱلْأَخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ◑

অর্থ: “এবং তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে ও তোমার পূর্বে যা অবতীর্ণ হয়েছিল, যারা তদ্বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং আখিরাতের প্রতি যারা দৃঢ় বিশ্বাস রাখে।”
— [সূরা আল-বাকারা আয়াত:৪]

এই আয়াত প্রমাণ করে যে আখিরাতে বিশ্বাস ঈমানের মৌলিক অংশ। আখিরাতের হিসাব-নিকাশ, জান্নাত ও জাহান্নামের ধারণা মানুষের মধ্যে দায়িত্ববোধ সৃষ্টি করে এবং তাকে অন্যায় থেকে বিরত রাখে।

বর্তমান আধুনিক সমাজে নৈতিক অবক্ষয়, দুর্নীতি, অপরাধ প্রবণতা এবং আত্মকেন্দ্রিকতা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। অনেক চিন্তাবিদ মনে করেন, এর অন্যতম কারণ হলো আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস দুর্বল হয়ে যাওয়া।
যখন মানুষ বিশ্বাস করে না যে তার প্রতিটি কাজের হিসাব দিতে হবে, তখন সে সহজেই অন্যায় করতে সাহস পায়। ফলে সমাজে বিশৃঙ্খলা বৃদ্ধি পায়।

বর্তমান আধুনিক বিশ্বে, যেখানে বস্তুবাদ (Materialism) ও ভোগবাদ (Hedonism) মানুষের জীবনকে প্রভাবিত করছে, সেখানে আখিরাতের প্রতি

বিশ্বাস ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ছে। এর ফলে নৈতিক অবক্ষয়, অপরাধ বৃদ্ধি এবং মানসিক অস্থিরতা বেড়ে যাচ্ছে।
এই প্রেক্ষাপটে, আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস মানব জীবনে কী ধরনের পরিবর্তন আনে, তা বিশ্লেষণ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

এই গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য হলো:
১)কুরআন ও সহিহ হাদিসের আলোকে আখিরাতে বিশ্বাসের ধারণা বিশ্লেষণ করা।
২)আখিরাত বিশ্বাস মানুষের ব্যক্তিজীবনে কী পরিবর্তন আনে তা ব্যাখ্যা করা।
৩)সামাজিক জীবনে আখিরাত বিশ্বাসের প্রভাব বিশ্লেষণ করা
আখিরাত বিশ্বাস দুর্বল হলে সমাজে কী ধরনের সমস্যার সৃষ্টি হয় তা নির্ণয় করা।

আখিরাতের ধারণা: সংজ্ঞা ও তাৎপর্য

আখিরাত(اخرة)

اخرَة শব্দটি آخر শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ। اول এর বিপরীত শব্দ হিসেবে خر। শব্দটি ব্যবহৃত হয়। অর্থ- শেষ, সমাপ্তি, পরবর্তী ইত্যাদি।

এখানে 'পরবর্তী' অর্থে اَوّل শব্দের বিপরীত শব্দ হিসেবে اخرة শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।

ইসলামী পরিভাষায় মৃত্যুর পর হতে অনন্ত অসীম জীবনে মানুষ মহাবিশ্বের যে অংশে অবস্থান করে তাকে خرة। বা পরলোক বলে।

আখিরাত বাস্তব জীবনের-ই প্রশ্ন

মানুষ মরে যায়। তার স্থলে অন্য মানুষ জন্ম গ্রহণ করে। তেমনি ভাবে পশু-পাখী, গাছ-পালা ইত্যাদি বিলুপ্তি ঘটার সাথে সাথে তাদের স্থান দখল করছে তাদের নতুন বংশধরেরা। প্রকৃতিতে এই যে পালাবদলের অব্যাহত ধারা, এর কি কখনো কোন শেষ আছে? দার্শনিক ও বিজ্ঞানীগণ আজ এ ব্যাপারে সবাই একমত যে, এ বিশ্ব-ব্যবস্থা অবশ্যই একদিন বিপর্যস্ত ও বিলুপ্ত হবে। কেননা দুনিয়ার প্রতিটি জিনিসের প্রথম সংস্করণের ভূমিকা যেমন পৃথক পৃথক একটি আয়ুস্কাল রয়েছে, তা শেষ হয়ে যাবার সাথে সাথে ঘটে তার জীবনে বিপর্যয়, ঠিক তেমনিভাবে এ বিশ্ব জগতেরও একটি নির্দিষ্ট আয়ুস্কাল আছে, যা শেষ হয়ে যাবার সাথেই ঘটবে এক মহাবিপর্যয়-মহাপ্রলয়। মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনও ঘোষণা দিয়েছন:

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ◑وَّيَبْقٰى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلٰلِ وَالْاِكْرَامِ◑

অর্থ:"সমস্ত কিছুই ধংস হয়ে যাবে, কেবলমাত্র তোমার মহিয়ান গরিয়ান রবের সত্ত্বাই অবশিষ্ট থাকবে।" -[সূরা আর-রহমানঃ ২৬-২৭]

আখিরাতের শুরু

ইহলোক এবং পরলোকের মাঝে সেতুবন্ধন বা যবনিকা হচ্ছে মৃত্যু। মৃত্যুর একপাশে ইহলোক বা পার্থিব জীবন এবং অপর পাশে পরলোক বা আখিরাত। অতএব যে সব লোক মৃত্যুবরণ করেছে তারা সবাই আখিরাতে প্রবেশ করেছে।

আর যারা কিয়ামত পর্যন্ত মৃত্যু বরণ করবে তারা প্রত্যেকেই আখিরাতের জীবনে প্রবেশ করবে। মৃত্যু যেমন সকলের জন্যই অনিবার্য, ঠিক তেমনি আখিরাতের জীবনও সকলের জন্যই অবশ্যম্ভাবী। আখিরাতকে আবার দু'ভাগে ভাগ করা যায়।

১) আলমে বারযাখ عَالَمُ بَرْزَخٌ বা কবর সিজ্জিন ও ইল্লিনের জগৎ।
২) আলমে হাশর عَالَمُ حَشَرْ বা জান্নাত জাহান্নামের জগৎ।

আলমে বারযাখ (কবর, সিজ্জিন ও ইল্লিন)

মানুষের আত্মা মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের পূর্ব পর্যন্ত যে জগতে অবস্থান করে তাকে আলমে বারযাখ বলে। মহান আল্লাহ বলেনঃ

وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ◑

অর্থ:"এসব মৃত লোকদের পেছনে একটি বারযাখ অন্তরায় হয়ে আছে পরবর্তী জীবনের দিন পর্যন্ত।" -[সূরা মুমিনূনঃ ১০০]

بَرْزَخٌ শব্দের অর্থ হচ্ছে পর্দা, যবনিকা। মৃত্যুর পর কিয়ামতের পূর্ব পর্যন্ত প্রতিটি মানুষকে পৃথিবী ও জান্নাত-জাহান্নামের মধ্যবর্তী দূরত্বে অবস্থান করতে হবে। তা এমন একটি জায়গা, সেখান থেকে যেমন পৃথিবীতে ফিরে আসা সম্ভব নয়, ঠিক তেমনি ইচ্ছে করলেই জান্নাত কিংবা জাহান্নামে যাওয়াও সম্ভব নয়।

আলমে বারযাখকে কবর, ইল্লিন এবং সিজ্জিনও বলা হয়। পবিত্র রুহ ইল্লিনে রাখা হবে এবং সেখানে জান্নাতের পরিবেশ বিরাজ করবে আর অপবিত্র রুহ বা পাপাত্মা সিজ্জিনে রাখা হবে এবং সেখানে জাহান্নামের পরিবেশ বিরাজ করবে; আর কবরের আজাব বা শাস্তি বলতে মূলত ইল্লিন এবং সিজ্জিনের কথাই বুঝানো হয়েছে।কেননা কবর বলতে নির্দিষ্ট সেই গুহাকে বুঝায় না যেখানে মৃত লাশ দাফন করা হয়।সুতরাং কোন লাশ জীব-জন্তুতে খেয়ে ফেললে অথবা আগুনে

পুড়িয়ে ফেললে এমনকি সাগরে ভাসিয়ে দিলেও তা আলমে বারযাখে অবস্থান করবেই।

একনজরে আখিরাতের ধাপসমূহ

মৃত্যু ➤আলমে বারযাখ➤কিয়ামত➤হাশর➤বিচার➤মিযান➤আমল নামা➤শাফায়াত ➤হাউজে কাউসার➤পুলছিরাত➤জাহান্নাম➤আ'রাফ➤জান্নাত।

কুরআন হাদীসের আলোকে আখিরাতের বর্ণনা

কুরআনের আলোকে আখিরাত

পবিত্র কুরআনে আখিরাতের আলোচনা অত্যন্ত গুরুত্বসহকারে এসেছে। কুরআনের বহু আয়াতে দুনিয়ার জীবনের ক্ষণস্থায়িত্ব এবং আখিরাতের স্থায়িত্ব তুলে ধরা হয়েছে।

আল্লাহ সুবহানাল্লাহ ওয়াতাআ'লা এরশাদ করেন:

كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ ٱلْمَوْتِۗ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِۖ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ ٱلنَّارِ وَأُدْخِلَ ٱلْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَۗ وَمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا مَتَـٰعُ ٱلْغُرُورِ◑

অর্থ:"সমস্ত জীবই মৃত্যুর আস্বাদ গ্রহণ করবে; এবং নিশ্চয়ই উত্থান দিনে তোমাদেরকে পূর্ণ প্রতিদান দেয়া হবে; অতএব যে কেহ জাহান্নাম হতে বিমুক্ত হয় এবং জান্নাতে প্রবিষ্ট হয় - ফলতঃ নিশ্চয়ই সে সফলকাম; আর পার্থিব জীবন ছলনাময় ভোগ ব্যতীত আর কিছুই নয়।"

[-সূরা আলে ইমরান ৩:১৮৫]

ۚ وَ مَا هٰذِهِ الۡحَيٰوةُ الدُّنۡيَاۤ اِلَّا لَهۡوٌ وَّ لَعِبٌ ؕ وَ اِنَّ الدَّارَ الۡاٰخِرَةَ لَهِىَ الۡحَيَوَانُ ۘ لَو كَانُوۡا يَعۡلَمُوۡنَ◑

অর্থ: "আর এ দুনিয়ার জীবন খেল-তামাশা ছাড়া আর কিছুই নয় এবং নিশ্চয় আখিরাতের নিবাসই হলো প্রকৃত জীবন, যদি তারা জানত।"

[-সূরা আল-আনকাবুত ২৯:৬৪]

কুরআনের দৃষ্টিতে দুনিয়া হচ্ছে পরীক্ষার স্থান এবং আখিরাত হচ্ছে ফলাফলের স্থান।এই দৃষ্টিভঙ্গি মানুষের জীবনকে একটি উদ্দেশ্যমূলক (purpose-driven) রূপ দেয়।

হাদীসের আলোকে আখিরাত

রাসূল ﷺ আখিরাত সম্পর্কে অত্যন্ত বিস্তারিতভাবে শিক্ষা দিয়েছেন। সহিহ আল-বুখারি ও সহিহ মুসলিম-এ আখিরাত সম্পর্কিত বহু হাদীস বর্ণিত হয়েছে।
কবরের আজাব সম্পর্কে বর্ননায় হাদিস

সহীহ বুখারী-মুসলিমের হাদীছে এসেছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

فَلَوْلاَ أَنْ لاَ تَدَافَنُوا لَدَعَوْتُ اللَّهَ أَنْ يُسْمِعَكُمْ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ الَّذِى أَسْمَعُ مِنْهُ◑

অর্থ: "এ উম্মতকে কবরের ফিতনায় ফেলা হবে। আমার যদি এ আশঙ্কা না হতো যে কবরের আযাব শুনালে, তোমরা মৃতদেরকে দাফন করা বর্জন করবে, তাহলে আমি আল্লাহর কাছে দু'আ করতাম, তিনি যেন কবরের আযাব থেকে তোমাদেরকেও কিছু শুনাতাম, যা আমি শুনতে পাই।"
[সহীহ মুসলিম, হাদীছ নং- ৭৩৯২]

জান্নাত সম্পর্কে বর্ননায় হাদিসে এসেছে,

بَاب ما جَاءَ فِيْ صِفَةِ الْجَنَّةِ وَأَنَّهَا مَخْلُوقَةٌ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَوَّلُ زُمْرَةٍ تَلِجُ الْجَنَّةَ صُوْرَتُهُمْ عَلَى صُوْرَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ لَا يَبْصُقُوْنَ فِيْهَا وَلَا يَمْتَخِطُوْنَ وَلَا يَتَغَوَّطُوْنَ آنِيَتُهُمْ فِيْهَا الذَّهَبُ أَمْشَاطُهُمْ مِنْ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَمَجَامِرُهُمْ الأُلُوَّةُ وَرَشْحُهُمْ الْمِسْكُ وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ زَوْجَتَانِ يُرَى مُخُّ سُوقِهِمَا مِنْ وَرَاءِ اللَّحْمِ مِنْ الْحُسْنِ لَا اخْتِلَافَ بَيْنَهُمْ وَلَا تَبَاغُضَ قُلُوْبُهُمْ قَلْبٌ وَاحِدٌ يُسَبِّحُوْنَ اللهَ بُكْرَةً وَ عَشِيًّا◑

অর্থ:

পরিচ্ছেদঃ ৫৯/৮. জান্নাতের বর্ণনা সম্পর্কে যা বলা হয়েছে আর তা হল সৃষ্ট।

৩২৪৫. আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘যে দল প্রথমে জান্নাতে প্রবেশ করবে তাদের চেহারা পূর্ণিমা রাতের চাঁদের মত উজ্জ্বল হবে। তারা সেখানে থুথু ফেলবে না, নাক ঝাড়বে না, মলমূত্র ত্যাগ করবে না। সেখানে তাদের পাত্র হবে স্বর্ণের; তাদের চিরুণী হবে স্বর্ণ ও রৌপ্যের, তাদের ধুনুচিতে থাকবে সুগন্ধি কাষ্ঠ। তাদের গায়ের ঘাম মিসকের মত সুগন্ধময় হবে। তাদের প্রত্যেকের জন্য এমন দু’জন স্ত্রী থাকবে যাদের সৌন্দর্যের কারণে মাংস ভেদ করে পায়ের নলার হাড়ের মজ্জা দেখা যাবে। তাদের মধ্যে কোন মতভেদ থাকবে না; পরস্পর হিংসা-বিদ্বেষ থাকবে না। তাদের সকলের অন্তর এক অন্তরের মত হবে। তারা সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহর তাসবীহ পাঠ করতে থাকবে।’ (৩২৪৬, ৩২৫৪, ৩৩২৭) (আধুনিক প্রকাশনীঃ ৩০০৫, ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ ৩০১৫)

ইমানের অংশ হিসেবে আখিরাতে বিশ্বাস

ইসলামে ইমানের ছয়টি মূল স্তম্ভ রয়েছে, যার পঞ্চম স্তম্ভ হলো আখিরাতে বিশ্বাস।আখিরাতে বিশ্বাস ব্যতীত একজন ব্যক্তির ঈমান পূর্ণ হয় না।পবিত্র কুরআনে অধিকাংশ স্থানে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসের পরেই পরকালের প্রতি বিশ্বাসের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে।আল্লাহ সুবহানাল্লাহ ওয়াতাআ'লা এরশাদ করেন-

بِلِكَ وَبِٱلۡأٓخِرَةِ هُمۡ يُوقِنُونَ◑ وَٱلَّذِينَ يُؤۡمِنُونَ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيۡكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن ق

অর্থ:“এবং তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে ও তোমার পূর্বে যা অবতীর্ণ হয়েছিল, যারা তদ্বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং আখিরাতের প্রতি যারা দৃঢ় বিশ্বাস রাখে।” [সূরা আল-বারাকা আয়াত:৪]

ঈমানের পূর্ণতা: তাওহিদ (আল্লাহর একত্ববাদ) ও রিসালাতের (নবী-রাসূল) ওপর বিশ্বাস তখনই অর্থপূর্ণ হয় যখন ব্যক্তি আখিরাতের বিচার ও কর্মফলে বিশ্বাস করে। এই বিশ্বাস ছাড়া ঈমান কেবল একটি তত্ত্বীয় ধারণা হয়ে পড়ে ।কুরআনের নির্দেশনা: কুরআনের অনেক আয়াতে মুমিনদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হিসেবে আখিরাতের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রাখার কথা বলা হয়েছে ।মহান আল্লাহ সুবহানাল্লাহ ওয়াতাআ'লা বলেন-

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَٱلۡكِتَٰبِ ٱلَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ وَٱلۡكِتَٰبِ ٱلَّذِيٓ أَنزَلَ مِن قَبۡلُۚ وَمَن يَكۡفُرۡ بِٱللَّهِ وَمَلَٰٓئِكَتِهِۦ وَكُتُبِهِۦ وَرُسُلِهِۦ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ فَقَدۡ ضَلَّ ضَلَٰلَۢا بَعِيدًا◑

অর্থ:“হে মুমিনগণ, তোমরা ঈমান আন আল্লাহর প্রতি, তাঁর রাসূলের প্রতি এবং সে কিতাবের প্রতি যা তিনি তাঁর রাসূলের উপর নাযিল করেছেন এবং সে কিতাবের প্রতি যা তিনি পূর্বে নাযিল করেছেন। আর যে আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতাগণ, তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর রাসূলগণ এবং শেষ দিনকে অস্বীকার করবে, সে ঘোর বিভ্রান্তিতে বিভ্রান্ত হবে।” [সূরা আন-নিসা আয়াত :১৩৬]

কর্মফলের নিশ্চয়তা: ঈমান মানুষকে আল্লাহর ইবাদত করতে বলে, আর আখিরাতে বিশ্বাস সেই ইবাদতের পুরস্কার এবং অবাধ্যতার শাস্তির নিশ্চয়তা প্রদান করে। মহান আল্লাহ সুবহানাল্লাহ বলেন-

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُواْ ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْأَخِرَ ۚ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنّ َٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَنِىُّ ٱلْحَمِيد◑ُ

অর্থ:"তোমরা যারা আল্লাহ ও আখিরাতের প্রত্যাশা কর নিশ্চয়ই তাদের জন্য তাদের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ। কেহ মুখ ফিরিয়ে নিলে সে জেনে রাখুক যে, আল্লাহতো অভাবমুক্ত, প্রশংসা।"[সূরা আল-মুত্তাহিনা আয়াত:৬]

পরকালে বিশ্বাস ছাড়া পৃথিবীতে ন্যায়বিচার ও নৈতিকতার ভিত্তি দুর্বল হয়ে পড়ে।অদৃশ্যে বিশ্বাস (গায়েবি ঈমান): ঈমানের অন্যতম দাবি হলো অদৃশ্যের ওপর বিশ্বাস করা । যেহেতু আখিরাত মানুষের চোখের আড়ালে, তাই এর ওপর বিশ্বাস রাখা ঈমানের একটি বড় পরীক্ষা।

সহজ কথায়, আখিরাতে বিশ্বাস হলো ঈমানের প্রাণশক্তি, যা একজন মুমিনকে আল্লাহর আদেশ মেনে চলতে এবং যাবতীয় পাপ কাজ থেকে দূরে থাকতে সাহায্য করে। এটি অন্তর্ভুক্ত করে পুনরুত্থানে বিশ্বাস,হিসাব-নিকাশে বিশ্বাস,জান্নাত ও জাহান্নামে বিশ্বাস ইত্যাদি।

মহান আল্লাহ বলেন:

مَنْ آَمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآَخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ◑

অর্থ:"যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসে বিশ্বাস করে ও সৎকাজ করে তাদের জন্য পুরস্কার রয়েছে তাদের প্রতিপালকের নিকট। তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না।"

[সূরা (২) বাকারা: ৬২ আয়াত।]

قَٰتِلُوا۟ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ حَتَّىٰ يُعْطُوا۟ ٱلْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَٰغِرُونَ◑

অর্থ:"যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখেনা এবং কিয়ামাত দিনের প্রতিও না, আর ঐ বস্তুগুলিকে হারাম মনে করেনা যেগুলিকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল হারাম বলেছেন, আর সত্য ধর্ম (অর্থাৎ ইসলাম) গ্রহণ করেনা, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাক যে পর্যন্ত না তারা অধীনতা স্বীকার করে প্রজা রূপে জিযিয়া দিতে স্বীকার করে।"[সূরা আত-তওবা আয়াত:২৯]

মানব জীবনে আখিরাত বিশ্বাসের প্রভাব

আখিরাতে বা পরকালে বিশ্বাস মানুষের পার্থিব জীবনকে আমূল বদলে দেয়, মানুষকে দায়িত্বশীল, সৎকর্মশীল ও নীতিবান হিসেবে গড়ে তোলে । এই বিশ্বাস মানুষকে বোঝায় যে দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জীবনের প্রতিটি কাজের জবাবদিহি পরকালে দিতে হবে, ফলে মানুষ পাপ থেকে বিরত থাকে, অন্যায়-দুর্নীতি কমায় এবং জান্নাতের আশায় ধৈর্য ধরে।

মানব জীবনে আখিরাতে বিশ্বাসের প্রধান প্রভাবসমূহ:

- সৎকর্মে অনুপ্রেরণা: পরকালে ভালো কাজের পুরস্কার (জান্নাত) পাওয়ার আশায় মানুষ সৎ, ন্যায়পরায়ণ ও পরোপকারী হয়।
- পাপ ও অন্যায় থেকে বিরত থাকা: জাহান্নামের শাস্তির ভয়ে মানুষ মিথ্যা, চুরি, ঘুষ, জুলুম ও অন্যান্য অনৈতিক কাজ থেকে নিজেকে দূরে রাখে। মহান আল্লাহ সুবহানাল্লাহ এরশাদ করেন-

وَٱتَّقُواْ يَوۡمٗا تُرۡجَعُونَ فِيهِ إِلَى ٱللَّهِۖ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفۡسٖ مَّا كَسَبَتۡ وَهُمۡ لَا يُظۡلَمُونَ◑

অর্থ:“আর তোমরা সে দিনের ভয় কর, যে দিন তোমাদেরকে আল্লাহর দিকে ফিরিয়ে নেয়া হবে। অতঃপর প্রত্যেক ব্যক্তিকে সে যা উপার্জন করেছে, তা পুরোপুরি দেয়া হবে। আর তাদের যুলম করা হবে না।”[সূরা আল-বাকারা আয়াত:২৮১]

- ধৈর্য ও সন্তুষ্টি: পার্থিব দুঃখ-কষ্টে ভেঙে না পড়ে, পরকালের চিরস্থায়ী সুখের আশায় মানুষ ধৈর্য ধারণ করে। পবিত্র কুরআন এ মহান আল্লাহ সুবহানাল্লাহ এরশাদ করেন-

قُلۡ يَٰعِبَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمۡۚ لِلَّذِينَ أَحۡسَنُواْ فِي هَٰذِهِ ٱلدُّنۡيَا حَسَنَةٞۗ وَأَرۡضُ ٱللَّهِ وَٰسِعَةٌۗ إِنَّمَا يُوَفَّى ٱلصَّٰبِرُونَ أَجۡرَهُم بِغَيۡرِ حِسَابٖ◑

(অর্থ:হে রাসূল!) আপনি বলুন, ‘হে আমার মুমিন বান্দারা! তোমরা তোমাদের রবকে ভয় কর। যারা এ দুনিয়ায় ভালো কাজ করে তাদের জন্য রয়েছে কল্যাণ। আর আল্লাহর যমীন প্রশস্ত। কেবল ধৈর্যশীলদেরকেই তাদের প্রতিদান পূর্ণরূপে দেওয়া হবে কোনো হিসাব ছাড়াই।

[সূরা আল-যুমার আয়াত:১০]

- লোভ ও পার্থিব মোহ কমায়: দুনিয়াকে ক্ষণস্থায়ী এবং আখিরাতকে স্থায়ী নিবাস মনে করে মানুষ সম্পদের লোভে অন্যায় পথে পা বাড়ায় না। মহান আল্লাহ সুবহানাল্লাহ এরশাদ করেন-

بَلۡ تُؤۡثِرُونَ ٱلۡحَيَوٰةَ ٱلدُّنۡيَا◑

অর্থ:“বরং তোমরা দুনিয়ার জীবনকে প্রাধান্য দিচ্ছ।”[সূরা আল-আ'লা আয়াত:১৬]

وَٱلۡأٓخِرَةُ خَيۡرٞ وَأَبۡقَىٰٓ◑

অর্থ:“অথচ আখিরাত সর্বোত্তম ও স্থায়ী।”[সূরা আল-আ'লা আয়াত:১৭]

- নিয়মমাফিক জীবন: পরকালে মুক্তির জন্য মানুষ শরীয়াহর নির্দেশ মেনে চলে, যা সমাজকে সুশৃঙ্খল করে।
- জীবনকে দায়িত্বশীল করা: প্রতিটি কাজের হিসাব দিতে হবে—এই অনুভূতি মানুষকে দায়িত্বশীল ও সাবধানী করে তোলে।
- এই বিশ্বাস মানুষকে যেকোনো পরিস্থিতিতে সততার ওপর অটল রাখে।

নৈতিক চরিত্র গঠনে আখিরাত বিশ্বাসের প্রভাব

নৈতিক চরিত্র গঠনে আখিরাত বা পরকাল বিশ্বাসের ভূমিকা অপরিসীম। আখিরাত হলো মৃত্যুর পরবর্তী চিরস্থায়ী জীবন, যেখানে দুনিয়ার কাজের হিসাব নেওয়া হবে। এই বিশ্বাস মানুষের অন্তরে জবাবদিহিতার অনুভূতি জাগিয়ে তোলে, যা নৈতিকতা ও উন্নত চরিত্র গঠনে সবচেয়ে বড় চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করে। নৈতিক চরিত্র গঠনে আখিরাত বিশ্বাসের প্রধান প্রভাবগুলো নিচে আলোচনা করা হলো:

- জবাবদিহিতার অনুভূতি: আখিরাতে বিশ্বাসী ব্যক্তি জানেন যে, তার প্রতিটি কর্মের (ভালো বা মন্দ) হিসাব আল্লাহর কাছে দিতে হবে। এই চেতনা তাকে অন্যায়, দুর্নীতি ও পাপ কাজ থেকে বিরত রাখে।মহান আল্লাহ সুবহানাল্লাহ বলেন:

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِۦ وَنَهَى ٱلنَّفْسَ عَنِ ٱلْهَوَىٰ

অর্থ:আর যে স্বীয় রবের সামনে দাঁড়ানোকে ভয় করে এবং কুপ্রবৃত্তি থেকে নিজকে বিরত রাখে, [সুরা আন-নাযিয়াত আয়াত:৪০]

- সৎকর্মে অনুপ্রেরণা: পরকালে জান্নাত লাভের আশায় মানুষ সৎকর্ম, সত্যবাদিতা, সততা এবং মানুষের উপকারে আগ্রহী হয়।

بَاب مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلاَ يُؤْذِ جَارَهُ
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلاَ يُؤْذِ جَارَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ ".

পরিচ্ছেদঃ ৭৮/৩১. যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাতের দিনে বিশ্বাস রাখে, সে যেন তার প্রতিবেশীকে জ্বালাতন না করে।

৬০১৮. আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাতের দিনে বিশ্বাস রাখে, সে যেন তার মেহমানকে সম্মান করে। যে আল্লাহ ও শেষ দিনে বিশ্বাস রাখে, সে যেন তার প্রতিবেশীকে জ্বালাতন না করে। যে লোক আল্লাহ ও শেষ

দিনে বিশ্বাস রাখে, সে যেন ভাল কথা বলে, অথবা চুপ থাকে। [৫১৮৫; মুসলিম ১/১৯, হাঃ ৪৭, আহমাদ ৭৬৩০] (আধুনিক প্রকাশনী- ৫৫৮৪, ইসলামিক ফাউন্ডেশন- ৫৪৮০

- নিয়ন্ত্রণ ও আত্মসংযম: আখিরাতের শাস্তির (জাহান্নাম) ভয় মানুষকে নিজ প্রবৃত্তি ও অবৈধ আকাঙ্ক্ষা থেকে নিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্য করে, যা চরিত্রের দৃঢ়তা বৃদ্ধি করে।
- দুনিয়ার মোহের অবসান: আখিরাতের স্থায়ী সুখের তুলনায় দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী ভোগবিলাসকে তুচ্ছ মনে হয়। ফলে ব্যক্তি লোভ, ঈর্ষা এবং অবৈধ উপায়ে সম্পদ অর্জনের প্রবণতা থেকে মুক্ত থাকে।
- অন্যায় প্রতিরোধ: আখিরাত বিশ্বাসী ব্যক্তি মনে করেন, দুনিয়াতে অপরাধ করে পার পাওয়া গেলেও আখিরাতে এর শাস্তি ভোগ করতেই হবে। এই বিশ্বাস তাকে জুলুম, মিথ্যা, চুরিসহ নানা অনৈতিক কাজ থেকে দূরে রাখে।
- উত্তম চরিত্রের বিকাশ: আখিরাতের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস মানুষকে আল্লাহর প্রতি অনুগত করে, যা সততা, ভদ্রতা, ক্ষমাশীলতা এবং মানুষের প্রতি দয়া ও সহানুভূতির মতো গুণাবলি তৈরিতে সাহায্য করে।

পবিত্র কুরআন এ আল্লাহ সুবহানাল্লাহ ওয়াতাআ'লা এরশাদ করেন-

يَٰدَاوُۥدُ إِنَّا جَعَلۡنَٰكَ خَلِيفَةٗ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَٱحۡكُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ بِٱلۡحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ ٱلۡهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ لَهُمۡ عَذَابٞ شَدِيدُۢ بِمَا نَسُواْ يَوۡمَ ٱلۡحِسَابِ

অর্থ:(হে দাঊদ), নিশ্চয় আমি তোমাকে যমীনে খলীফা বানিয়েছি, অতএব তুমি মানুষের মধ্যে ন্যায়বিচার কর আর প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না, কেননা তা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করবে। নিশ্চয় যারা আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত হয় তাদের জন্য কঠিন আযাব রয়েছে। কারণ তারা হিসাব দিবসকে ভুলে গিয়েছিল।

[সূরা সোয়াদ আয়াত :২৬]

মূলত, আখিরাত বিশ্বাস মানুষের হৃদয়ে পরকালের পুরস্কারের আশা ও শাস্তির ভয় (তাকওয়া) তৈরি করে, যা একজন মানুষকে সামগ্রিকভাবে নৈতিক ও চরিত্রবান হিসেবে গড়ে তোলে।

ব্যক্তিগত জীবনে আত্মনিয়ন্ত্রণ

ব্যক্তিগত জীবনে আত্মনিয়ন্ত্রণ (Self-control) বা আত্মশুদ্ধির ক্ষেত্রে আখিরাত বা পরকালে বিশ্বাসের প্রভাব অপরিসীম। এটি একজন মানুষকে পার্থিব লোভ-লালসা, অন্যায় ও অসংযত আচরণ থেকে বিরত রেখে সুশৃঙ্খল ও নৈতিক জীবনযাপনে বাধ্য করে।

আখিরাতে বিশ্বাসের ফলে আত্মনিয়ন্ত্রণে যে প্রভাবগুলো পড়ে, তা নিচে আলোচনা করা হলো:

১. জবাবদিহিতার ভয় ও পাপ থেকে বিরত থাকা

আখিরাতে বিশ্বাসী ব্যক্তি জানেন যে, দুনিয়ার প্রতিটি কাজের হিসাব মৃত্যুর পর দিতে হবে। এই বিশ্বাস তাকে অন্যায় কাজ, জুলুম, মিথ্যা, চুরি বা যেকোনো ধরনের পাপাচার থেকে বিরত রাখে, যা তার নফস বা কুপ্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করে। পবিত্র কুরআন এ আল্লাহ সুবহানাল্লাহ ওয়াতাআ'লা এরশাদ করেন-

وَاَمَّا مَنۡ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ وَ نَهَى النَّفۡسَ عَنِ الۡهَوٰىۙ ٤٠

অর্থ: আর যে লোক তার প্রতিপালকের সামনে দাঁড়ানোকে ভয় করেছিল এবং নিজেকে কামনা বাসনা থেকে নিবৃত্ত রেখেছিল,

فَاِنَّ الۡجَـنَّةَ هِىَ الۡمَاۡوٰىؕ ٤١

অর্থ:জান্নাতই হবে তার বাসস্থান।

[সূরা আন-নাযিয়াত আয়াত:৪০-৪১]

২. প্রবৃত্তির ওপর নিয়ন্ত্রণ ও ধৈর্যের অনুশীলন

পরকালের চিরস্থায়ী পুরস্কার (জান্নাত) পাওয়ার আশায় মানুষ দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী ভোগ-বিলাস ও হারাম কামনা-বাসনা ত্যাগ করতে পারে। যেকোনো পরিস্থিতিতে, এমনকি কষ্টের সময়েও সে ধৈর্যের পরিচয় দেয় কারণ সে বিশ্বাস করে যে, এর বিনিময়ে সে আখিরাতে উত্তম প্রতিদান পাবে।

৩. দায়িত্বশীল জীবনযাপন ও সততা

"দুনিয়া হলো আখিরাতের ক্ষেত্র"—এই চেতনা মানুষকে দায়িত্বশীল করে তোলে। একজন মুমিন জানেন যে, তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহ তার কাজের সাক্ষী দেবে, তাই তিনি নিজের কথা ও কাজের ওপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ রাখেন।

৪. লোভ ও হারাম উপার্জন বর্জন

আখিরাতে বিশ্বাসের কারণে একজন ব্যক্তি ধন-সম্পদ অর্জনের ক্ষেত্রে হারাম ও হালালের পার্থক্য বজায় রাখেন। তিনি জানেন যে, হারাম উপার্জনের ফল হবে ভয়াবহ শাস্তি, তাই লোভের বশবর্তী হয়ে তিনি আত্মনিয়ন্ত্রণ হারান না।

৫. মানসিক প্রশান্তি ও বিনয়

আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস মানুষকে অহংকার ও লোভ থেকে মুক্ত রেখে অন্তরে প্রশান্তি জোগায়। যখন কোনো ব্যক্তি মনে করেন যে, দুনিয়ার সবকিছুই নশ্বর এবং প্রকৃত বিচারক আল্লাহ, তখন তিনি নিজেকে বিনয়ী ও সংযত রাখেন।

৬. শরীয়তের বিধি-নিষেধ মেনে চলা

আখিরাতে বিশ্বাসের কারণেই মানুষ স্বেচ্ছায় ইসলামী শরীয়তের ফায়সালা মেনে নেয় এবং নিজের নফসকে আল্লাহর আদেশের অনুগত করে।

সংক্ষেপে, আখিরাতে বিশ্বাস হলো মানুষের ভেতরের "নৈতিক পুলিশ", যা বাহ্যিক কোনো শাস্তির ভয় না থাকলেও, অভ্যন্তরীণ বিশ্বাসের জায়গা থেকে নিজেকে সৎ ও সংযত রাখতে সাহায্য করে।

সামাজিক আচরণে ইতিবাচক পরিবর্তন

সামাজিক আচরণে ইতিবাচক পরিবর্তনে আখিরাতে (পরকালে) বিশ্বাস একটি অত্যন্ত শক্তিশালী ও কার্যকর ভূমিকা পালন করে। এটি মানুষের মনস্তাত্ত্বিক, নৈতিক এবং সামাজিক জীবনে সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলে।

আখিরাতে বিশ্বাসের মাধ্যমে সামাজিক আচরণে যে ইতিবাচক পরিবর্তনগুলো আসে, তা নিচে দেওয়া হলো:

- জবাবদিহিতার অনুভূতি: আখিরাতে বিশ্বাসের মূল কথা হলো মৃত্যুর পর কাজের হিসাব দিতে হবে। এই বিশ্বাস মানুষকে সমাজে অন্যায়, দুর্নীতি, শোষণ ও অপরাধ থেকে বিরত রাখে, কারণ সে জানে প্রতিটি কাজের ফল পরকালে ভোগ করতে হবে।
- নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধের বিকাশ: পরকালে পুরস্কার (জান্নাত) বা শাস্তির (জাহান্নাম) ভয় ও আশা মানুষের মধ্যে সততা, ন্যায়পরায়ণতা, দয়া, ক্ষমা এবং সহানুভূতির মতো নৈতিক গুণাবলী তৈরি করে।
- সামাজিক অপরাধ হ্রাস: যখন ব্যক্তি বিশ্বাস করে যে তার কোনো কুকর্ম আড়াল থাকবে না, তখন সে গোপনে বা প্রকাশ্যে অপরের অধিকার হরণ বা সামাজিক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি থেকে বিরত থাকে।
- পরার্থপরতা ও সমাজকল্যাণ: আখিরাতের পুঁজি হিসেবে মানুষ পার্থিব স্বার্থপরতা ত্যাগ করে অসহায়, দরিদ্র ও প্রতিবেশীর সেবায় নিয়োজিত হয়। সমাজে দান-সদকাহ ও সাহায্য-সহযোগিতার সংস্কৃতি বৃদ্ধি পায়।
- ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা: পরকালের বিচারের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস মানুষকে সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে এবং কারো ওপর জুলুম না করতে উদ্বুদ্ধ করে।
- ধৈর্য ও স্থিতিশীলতা: বিপদে বা অন্যায়ের শিকার হলে আখিরাতের প্রতিদানের আশায় মানুষ ধৈর্য ধারণ করে, যা সমাজে প্রতিহিংসা ও সহিংসতা কমিয়ে আনে।পবিত্র কুরআনে আল্লাহ সুবহানাল্লাহ ওয়াতাআ'লা এরশাদ করেন-

وَٱعۡبُدُوا۟ ٱللَّهَ وَلَا تُشۡرِكُوا۟ بِهِۦ شَيۡـًٔا وَبِٱلۡوَٰلِدَيۡنِ إِحۡسَٰنًا وَبِذِى ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡيَتَٰمَىٰ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡجَارِ ذِى ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡجَارِ ٱلۡجُنُبِ وَٱلصَّاحِبِ بِٱلۡجَنۢبِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخۡتَالاً فَخُورًا

অর্থ:তোমরা ইবাদাত কর আল্লাহর, তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক করো না। আর সদ্ব্যবহার কর মাতা-পিতার সাথে, নিকট আত্মীয়ের সাথে, ইয়াতীম, মিসকীন, নিকট আত্মীয়- প্রতিবেশী, অনাত্মীয়- প্রতিবেশী, পার্শ্ববর্তী সাথী, মুসাফির এবং তোমাদের মালিকানাভুক্ত দাস-দাসীদের সাথে। নিশ্চয় আল্লাহ পছন্দ করেন না তাদেরকে যারা দাম্ভিক, অহঙ্কারী। [সূরা আন-নিসা আয়াত :৩৬]

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلاَ يُؤْذِ جَارَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ ".

পরিচ্ছেদঃ ৭৮/৩১. যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাতের দিনে বিশ্বাস রাখে, সে যেন তার প্রতিবেশীকে জ্বালাতন না করে।

৬০১৮. আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাতের দিনে বিশ্বাস রাখে, সে যেন তার মেহমানকে সম্মান করে। যে আল্লাহ ও শেষ দিনে বিশ্বাস রাখে, সে যেন তার প্রতিবেশীকে জ্বালাতন না করে। যে লোক আল্লাহ ও শেষ দিনে বিশ্বাস রাখে, সে যেন ভাল কথা বলে, অথবা চুপ থাকে। [৫১৮৫; মুসলিম ১/১৯, হাঃ ৪৭, আহমাদ ৭৬৩০] (আধুনিক প্রকাশনী- ৫৫৮৪, ইসলামিক ফাউন্ডেশন- ৫৪৮০)

মূল কথা: আখিরাতে বিশ্বাস মানুষকে কেবল পরকালের জন্যই প্রস্তুত করে না, বরং এটি একটি সুশৃঙ্খল, শান্তিপূর্ণ এবং সহানুভূতিশীল সমাজ গঠনে অপরিহার্য ভূমিকা পালন করে।

অপরাধ প্রবণতা কমাতে আখিরাত বিশ্বাসের ভূমিকা

অপরাধ প্রবণতা কমাতে এবং নৈতিক সমাজ গঠনে আখিরাত বা পরকাল বিশ্বাসের ভূমিকা অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী ও কার্যকরী। ইসলামে আখিরাতের ওপর বিশ্বাসকে ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে গণ্য করা হয়, যা মানুষের পার্থিব কর্মকা-কে সরাসরি নিয়ন্ত্রণ করে।

অপরাধ দমনে আখিরাত বিশ্বাসের প্রধান ভূমিকাগুলো নিচে আলোচনা করা হলো:

- জবাবদিহিতার ভয় (Accountability): আখিরাতের বিশ্বাস মানুষকে প্রতিনিয়ত মনে করিয়ে দেয় যে, দুনিয়ার প্রতিটি কাজের হিসাব আল্লাহর আদালতে দিতে হবে। এই বিশ্বাস মানুষের অন্তরে ভয় সৃষ্টি করে যে, কোনো অন্যায় কাজ করলে তার জন্য পরকালে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে।পবিত্র কুরআনে আল্লাহ সুবহানাল্লাহ ওয়াতাআ'লা এরশাদ করেন-

ٱلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰٓ أَفْوَٰهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَآ أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا۟ يَكْسِبُونَ

অর্থ:আজ আমি তাদের মুখে মোহর মেরে দেব এবং তাদের হাত আমার সাথে কথা বলবে ও তাদের পা সে সম্পর্কে সাক্ষ্য দেবে যা তারা অর্জন করত। [সূরা ইয়াসিন আয়াত:৬৫]

- স্বনিয়ন্ত্রণ ও পাপ থেকে বিরত থাকা: মানুষ যখন বিশ্বাস করে যে, গোপনে বা প্রকাশ্যে কৃত প্রতিটি পাপের শাস্তি জাহান্নামের আগুনে দগ্ধ হওয়া, তখন সে অপরাধমূলক কর্মকা- থেকে নিজেকে বিরত রাখে। এটি মানুষের ভেতরের "কুকর্মের প্রবণতা" কমিয়ে দেয়।
- নৈতিকতার জাগরণ: পরকালে পুরস্কারের (জান্নাত) আশায় মানুষ সৎকর্মে অনুপ্রাণিত হয়। আখিরাতে অবিশ্বাসী বা অস্পষ্ট বিশ্বাসীরা অপরাধে লিপ্ত হওয়ার ঝুঁকি বেশি থাকে, কিন্তু দৃঢ় বিশ্বাসী ব্যক্তিরা সর্বদা সৎ থাকার চেষ্টা করে।
- লোভ ও অন্যায় অর্জন রোধ: আখিরাত বিশ্বাসী ব্যক্তি জানে যে, অবৈধ উপায়ে অর্জিত সম্পদ বা ক্ষমতা পরকালে কোনো কাজে আসবে না, বরং

শাস্তির কারণ হবে। ফলে ঘুষ, দুর্নীতি, চুরি ও অন্যের অধিকার হরণের প্রবণতা কমে যায়।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ، - يَعْنِي ابْنَ قَيْسٍ - عَنْ عُبَيْدِ، اللَّهِ بْنِ مِقْسَمٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " اتَّقُوا الظُّلْمَ فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاتَّقُوا الشُّحَّ فَإِنَّ الشُّحَّ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَمَلَهُمْ عَلَى أَنْ سَفَكُوا دِمَاءَهُمْ وَاسْتَحَلُّوا مَحَارِمَهُمْ " .

পরিচ্ছেদঃ ১৫. যুল্‌ম হারাম

হাদিস একাডেমি নাম্বারঃ ৬৪৭০ , আন্তর্জাতিক নাম্বারঃ ২৫৭৮

৬৪৭০-(৫৬/২৫৭৮) আবদুল্লাহ ইবনু মাসলামাহ্ ইবনু কা'নাব (রহঃ) .....

জাবির ইবনু আবদুল্লাহ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমরা অত্যাচার করা থেকে বিরত থাক। কেননা কিয়ামত দিবসে অত্যাচার অন্ধকারে পরিণত হবে। তোমরা কৃপণতা থেকে সাবধান হও। কেননা এ কৃপণতাই তোমাদের আগেকার কাওমকে ধ্বংস করেছে। এ কৃপণতা তাদের খুন-খারাবী ও রক্তপাতে উৎসাহ যুগিয়েছে এবং হারাম বস্তুসমূহ হালাল জ্ঞান করতে প্রলোভন দিয়েছে। (ইসলামিক ফাউন্ডেশন ৬৩৪০, ইসলামিক সেন্টার ৬৩৯০

- ধৈর্য ও আত্মসংযম: আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস মানুষের অন্তরে প্রশান্তি আনে এবং যেকোনো পরিস্থিতিতে (এমনকি অন্যায়ের শিকার হলেও) ধৈর্য ধারণ করতে শেখায়, যা প্রতিশোধমূলক বা বেআইনি কাজ রোধ করে।

সারসংক্ষেপে, আখিরাত বিশ্বাস হলো মানুষের নিজস্ব 'নৈতিক পুলিশ', যা বাহ্যিক আইনের অনুপস্থিতিতেও মানুষকে অপরাধ থেকে দূরে রাখে এবং একটি শান্তিপূর্ণ, সৎ ও জবাবদিহিমূলক সমাজ গঠনে সাহায্য করে।

মানসিক শান্তি ও স্থিতিশীলতা অর্জন

মানসিক শান্তি ও স্থিতিশীলতা অর্জনে আখিরাত বা পরকালে বিশ্বাসের ভূমিকা অপরিসীম। এটি একজন মানুষের মনস্তাত্ত্বিক ভারসাম্য ও আত্মিক প্রশান্তির সবচেয়ে শক্তিশালী উৎস। আখিরাতের বিশ্বাস মানুষকে জীবনের গভীর অর্থ, দুঃখ-কষ্টে ধৈর্য ও সততার পথে চলার শক্তি যোগায়।

নিচে মানসিক শান্তি ও স্থিতিশীলতা অর্জনে আখিরাতে বিশ্বাসের প্রধান ভূমিকাগুলো আলোচনা করা হলো:

- জীবনের উদ্দেশ্য ও গভীর অর্থ খুঁজে পাওয়া: আখিরাতের বিশ্বাস মানুষের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য শুধু দুনিয়ার ভোগ-বিলাস নয়, বরং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন—এই বোধ তৈরি করে। যখন কোনো ব্যক্তি বোঝে যে তার জীবনের একটি দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্য আছে, তখন সে ছোটখাটো জাগতিক ব্যর্থতায় ভেঙে পড়ে না।
- দুঃখ-কষ্টে ধৈর্য ও মানসিক শক্তি: আখিরাতের বিশ্বাসীদের জীবনের যেকোনো কঠিন চ্যালেঞ্জ বা কষ্টের সময় (যেমন- রোগ, শোক, আর্থিক ক্ষতি) ধৈর্য ধরার শক্তি দেয়। তারা বিশ্বাস করে যে, এই কষ্টের বিনিময়ে আখিরাতে উত্তম প্রতিদান পাওয়া যাবে, যা তাদের মনে প্রশান্তি এনে দেয়।পবিত্র কুরআনে আল্লাহ সুবহানাল্লাহ ওয়াতাআ'লা এরশাদ করেন-

ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَتَطْمَئِنّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ ٱللَّهِ ۗ أَلَا بِذِكْرِ ٱللَّهِ تَطْمَئِنّ ٱلْقُلُوبُ

অর্থ:‘যারা ঈমান আনে এবং আল্লাহর স্মরণে যাদের অন্তর প্রশান্ত হয়; জেনে রাখ, আল্লাহর স্মরণ দ্বারাই অন্তরসমূহ প্রশান্ত হয়’। [সূরা আর-রাদ আয়াত :২৮]

- হতাশা ও ভয় থেকে মুক্তি: যারা বিশ্বাস করে যে, দুনিয়ার সব কিছুর নিয়ন্ত্রণ একমাত্র আল্লাহর হাতে, তারা ভবিষ্যতের ভয় ও অতীত নিয়ে হতাশা থেকে মুক্ত থাকে। এই দৃঢ় বিশ্বাস তাদেরকে মানসিক ভারসাম্য ও স্থিতিশীলতা প্রদান করে।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ সুবহানাল্লাহ ওয়াতাআ'লা এরশাদ করেন-

وَلَلْءَاخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ ٱلْأُولَىٰ

অর্থ:”আর অবশ্যই তোমার জন্য পরবর্তী সময় পূর্ববর্তী সময়ের চেয়ে উত্তম।”

[সূরা আদ-দুহা আয়াত:৪]

حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ الأَزْدِيُّ، وَشَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، جَمِيعًا عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ، - وَاللَّفْظُ لِشَيْبَانَ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ صُهَيْبٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " عَجَبًا لأَمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ وَلَيْسَ ذَاكَ لأَحَدٍ إِلاَّ لِلْمُؤْمِنِ إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ "

।পরিচ্ছেদঃ ১৩. মুমিনের সকল কাজই অতীব কল্যাণকর.

হাদিস একাডেমি নাম্বারঃ ৭৩৯০ , আন্তর্জাতিক নাম্বারঃ ২৯৯৯

হাদ্দাব ইবনু খালিদ আল আযদী ও শাইবান ইবনু ফাররূখ (রহঃ) ..... সুহায়ব (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ মুমিনের অবস্থা বিস্ময়কর। সকল কাজই তার জন্য কল্যাণকর। মু'মিন ছাড়া অন্য কেউ এ বৈশিষ্ট্য লাভ করতে পারে না। তারা সুখ-শান্তি লাভ করলে শুকর-গুজার করে আর অস্বচ্ছলতা বা দুঃখ-মুসীবাতে আক্রান্ত হলে সবর করে, প্রত্যেকটাই তার জন্য কল্যাণকর।(ইসলামিক ফাউন্ডেশন ৭২২৯, ইসলামিক সেন্টার ৭২৮২

- সৎকর্মে অনুপ্রেরণা ও পাপ থেকে বিরত থাকা: আখিরাতের জবাবদিহিতার ভয় মানুষকে অন্যায়, জুলুম ও পাপ কাজ থেকে বিরত রাখে। যখন মানুষ জানে যে প্রতিটি কাজের হিসাব দিতে হবে, তখন সে সততার সাথে জীবনযাপন করে, যা তার বিবেকের বোঝা কমিয়ে দেয়।
- দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী মোহে না পড়া: আখিরাতের বিশ্বাস মানুষকে দুনিয়ার গ্ল্যামার বা চাকচিক্য থেকে দূরে রাখে। ফলে, সম্পদ বা ক্ষমতার অভাব থাকলেও সে অন্তরের প্রশান্তি অনুভব করে এবং ভোগবাদী মানসিকতা থেকে দূরে থাকে।
- ন্যায়বিচার ও পরকালীন মুক্তির আশা: দুনিয়াতে যারা ন্যায়বিচার পায় না, আখিরাতের বিশ্বাস তাদের সান্ত্বনা দেয় যে, সেখানে পরম বিচারক আল্লাহর দরবারে সঠিক বিচার হবে। এটি মানুষের মনে ন্যায়বোধ প্রতিষ্ঠা করে এবং অস্থিরতা কমায়।

সংক্ষেপে, আখিরাতের বিশ্বাস মানুষকে দুনিয়াবী জীবনের ওঠানামায় অবিচল রাখে এবং একটি শান্তিপূর্ণ ও স্থিতিশীল জীবনযাপনে সহায়তা করে।

কষ্ট ও বিপদে ধৈর্য ধারণ

কষ্ট ও বিপদে ধৈর্য ধারণের ক্ষেত্রে আখেরাতে (পরকাল) বিশ্বাস ঈমানের অন্যতম একটি ভিত্তি, যা মানুষকে মানসিক শক্তি ও মনোবল প্রদান করে। এটি বিশ্বাসীকে দুনিয়ার সাময়িক দুঃখ-কষ্টের পরিবর্তে স্থায়ী জান্নাতের প্রতি মনোযোগী হতে সাহায্য করে।

আল্লাহ মুমিনদের তাকওয়া অবলম্বনের নির্দেশ দিয়েছেন এবং ধৈর্যশীলদের জন্য অগণিত বা অপরিমিত পুরস্কারের সুসংবাদ দিয়েছেন।

আয়াত:

قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ ۚ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ ۗ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ ۗ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ

অনুবাদ:

"বলুন, ‘হে আমার মুমিন বান্দাগণ! তোমরা তোমাদের রবের তাকওয়া অবলম্বন কর। যারা এ দুনিয়াতে কল্যাণকর কাজ করে তাদের জন্য আছে কল্যাণ। আর আল্লাহর যমীন প্রশস্ত, ধৈর্যশীলদেরকে তো অপরিমিত পুরস্কার দেওয়া হবে।’" (সূরা আয-যুমার: ১০)

কষ্ট ও বিপদে ধৈর্য ধারণে আখেরাতে বিশ্বাসের ভূমিকা নিচে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো:

- দুনিয়ার কষ্টকে সাময়িক মনে করা: আখেরাতে বিশ্বাসী ব্যক্তি জানেন যে, দুনিয়ার জীবন হলো একটি পরীক্ষার স্থান এবং এখানে বিপদাপদ সাময়িক। এই বিশ্বাস তাকে বিপদে ভেঙে না পড়ে ধৈর্য ধরতে শেখায়।
- ধৈর্যের প্রতিদান ও জান্নাতের আশা: কোরআন ও হাদিস অনুযায়ী, বিপদে ধৈর্য ধারণের প্রতিদান হলো সরাসরি জান্নাত। আখেরাতে চিরস্থায়ী সুখের

আশা মানুষকে দুনিয়ার কষ্টের বিনিময়ে সেরা পুরস্কারের নিশ্চয়তা দেয়।পবিত্র কুরআনে আল্লাহ সুবহানাল্লাহ ওয়াতাআ'লা এরশাদ করেন-

- يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱسۡتَعِينُوا بِٱلصَّبۡرِ وَٱلصَّلَوٰةِۚ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّٰبِرِينَ

অর্থ:"হে মুমিনগণ, ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য চাও। নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন।"[সূরা আল-বাকারা আয়াত:১৫৩]

- আল্লাহর বিচারের ওপর আস্থা: মানুষ যখন দুনিয়াতে কোনো অন্যায় বা বিপদের শিকার হয়, তখন আখেরাতে বিশ্বাস তাকে সান্ত্বনা দেয় যে, আল্লাহ আখেরাতে সঠিক বিচার করবেন এবং নিপীড়িতদের পুরস্কৃত করবেন।
- বিপদকে পাপ মোচনকারী মনে করা: নবী (সা.) বলেছেন, মুমিনের প্রতিটি অবস্থাই কল্যাণকর। বিপদে ধৈর্য ধারণ করলে আল্লাহ তাআলা তার পাপ মোচন করে দেন এবং মর্যাদা বৃদ্ধি করেন।
- মানসিক প্রশান্তি ও শক্তি: পরকালের স্থায়ী শান্তির বিশ্বাস দুনিয়ার হতাশা কমিয়ে মনের ভেতর অসীম ধৈর্যের শক্তি জোগায়।

মূলত, আখেরাতে বিশ্বাস মানুষকে এই দৃঢ় প্রত্যয় দেয় যে, কষ্টের পরেই সুখ রয়েছে (ফা ইন্না মা'আল উসরি ইউসরা), এবং ধৈর্যধারণকারীরাই প্রকৃত সফল।

আখিরাত বিশ্বাস বনাম নাস্তিক দৃষ্টিভঙ্গি

আখিরাত বিশ্বাস না করার যে সমস্ত কারণ থাকতে পারে সেগুলো আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন সুন্দরভাবে আল কুরআনে তুলে ধরেছেন। প্রধানত এই সমস্ত কারণেই মানুষ আখিরাতকে অবিশ্বাস করে থাকে। নিচে সংক্ষেপে তা আলোচনা করা হলো।

১. মানুষ নিজেকে উদ্দেশ্যহীন, স্বেচ্ছাচারী, দায়িত্বহীন মনে করে। নিজের জীবনকে সামগ্রিকভাবে নিষ্ফল ও নিরর্থক জ্ঞান করে এবং এ বিশ্বাস পোষণ করে যে, তার কোন তত্ত্বাবধায়ক ও হিসেব গ্রহণকারী নেই। আল্লাহ্ বলেন-

أَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُون َ

অর্থ:“তোমরা কি মনে করেছো আমি তোমাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি করেছি, তোমরা কি আর আমার কাছে ফিরে আসবেনা?" -(সূরা মুমিনুনঃ ১১৫)

أَيَحْسَبُ الإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدى

অর্থ:"মানুষ কি ধারণা করে নিয়েছে যে, তাকে এমনিই ছেড়ে দেয়া হবে?"
-(সূরা কিয়ামাহঃ ৩৬)

২. এদের চাওয়া পাওয়া দুনিয়ার জীবনেই সীমাবদ্ধ। তাই প্রাথমিক ও সাময়িক ফলাফলকেই তারা চূড়ান্ত মনে করে নেয়। তারা শয়তানের প্রতারণার শিকার। ইরশাদ হচ্ছে-

كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ - وَتَذَرُونَ الآخِرَة- َ

অর্থ:"কক্ষনো নয়, তোমরা-তো তাড়াতাড়ি পাওয়া যায় এরূপ ফলাফলকেই পছন্দ করো, আর পরকালের ফলাফলকে বর্জন করো।"

-(সূরা কিয়ামাহঃ ২০-২১)

بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيُوةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى-

অর্থ:"তোমরা দুনিয়ার জীবনকে অগ্রাধিকার দিয়ে থাকো, অথচ আখিরাত হচ্ছে তোমাদের জন্য উত্তম ও অধিকতর স্থায়ী।"
- (সূরা আ'লাঃ ১৬-১৭)

وَغَرَّتْهُمُ الْحَيُوةُ الدُّنْيَا-

অর্থ:"তাদেরকে পার্থিব জীবন ধোকায় ফেলে দিচ্ছে।"
-(সূরা আ'রাফ- ৫১)
সত্যকে অস্বীকার করেছে এবং গুনাহর কাজে লিপ্ত রয়েছে,এমন সব লোকেরাই প্রতিফল দিবসকে অস্বীকার করে।

আখিরাতের অনিবার্যতা

একজন মানুষ সারা জীবন বহু ভালো কাজ করলো, কিন্তু তার পুরোপুরি ফলাফল সে পৃথিবীতে ভোগ করতে পারলোনা। বরং কোন কোন সৎকর্মের ফলে তার উল্টো দূর্নাম ও অপমান সইতে হলো। আবার এমন কিছু সৎকাজ করলো যা দুনিয়ার লোকদের সামনে প্রকাশই পেলোনা। অপর এক ব্যক্তি স্বেচ্ছাচারী জীবন যাপনে অভ্যস্ত। এমন কোন কাজ নেই যা সে করেনি। এমনকি সে একাধিক মানুষও হত্যা করলো। এ অবস্থায় ঐ ব্যক্তিকে কি সব কাজের শাস্তি এ পৃথিবীতে দেয়া সম্ভব? যদি তাকে শুধুমাত্র হত্যার অপরাধেও শাস্তি দেয়া হয়, তবে তাও পুরোপুরি দেয়া সম্ভব নয়। কারণ একাধিক হত্যার শাস্তি স্বরূপ তাকে মাত্র একবারই হত্যা করা যেতে পারে। তারপরও তো সে আরো হত্যা যোগ্য অপরাধে অপরাধী হয়ে রইলো। তাকে শাস্তি দেয়ার আর কোন উপায়ই অবশিষ্ট থাকে না। তাই দেখা যাচ্ছে স্বল্পকালীন জীবনে মানুষ যে সমস্ত কাজ করে থাকে, তার প্রতিফল এতোই সূদূ প্রসারী ও দীর্ঘস্থায়ী যে, তা পুরোপুরি ভোগ করতে হলে

লক্ষ কোটি বৎসর দীর্ঘায়ু প্রয়োজন। কিন্তু বিশ্ব প্রকৃতির বিধানে এতো দীর্ঘায়ু লাভ করা কোন ক্রমেই সম্ভব নয়। এ কারণেই মানুষের স্বাভাবিক জ্ঞান বুদ্ধির দাবী, এমন একটি দীর্ঘ জীবন হওয়া উচিত, যেখানে প্রতিটি পাপ-পুণ্যের পূর্ণ প্রতিফল ভোগ করা সম্ভব হয়। তবে মানুষের বিবেক-বুদ্ধি 'হওয়া উচিত' বা 'এমন একটি ব্যবস্থা প্রয়োজন' এ পর্যন্ত এসেই থেমে যায়। কিন্তু চুড়ান্ত রায় সে দিতে পারেনা। এ বিষয়ে নিশ্চিত ও বাস্তব কোন প্রমাণ মানুষের হাতে নেই বলেই গায়েবের প্রতি বিশ্বাস বা ঈমানই হচ্ছে তার একমাত্র উপায়। যে সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসে বর্ণনা করা হয়েছে। তার সার কথা হচ্ছে, মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন এমন এক জায়গা সৃষ্টি করে রেখেছেন যার শুরু আছে শেষ নেই। তার নাম আখিরাত। সেখানে অপরাধীদেরকে শাস্তি দেয়া হবে কিন্তু তাদের আর মৃত্যু হবেনা। আবার যাদেরকে সুখ-স্বাচ্ছন্দ দেয়া হবে তারাও হবেন অমর। কোনদিন আর তারা মৃত্যুর মুখোমুখি হবে না।

আখিরাত বিশ্বাস ও আধুনিক সমাজ

আখিরাত বা পরকালে বিশ্বাস ইসলামের মৌলিক আকিদাগুলোর অন্যতম, যা একজন মানুষের ইহকালীন জীবন ও আচরণকে আমূল বদলে দিতে পারে। আধুনিক জীবনের ভোগবাদ ও বস্তুবাদের যুগে আখিরাতের বিশ্বাস মানুষকে নৈতিকতা, দায়িত্ববোধ ও সুশৃঙ্খল জীবনযাপনে উদ্বুদ্ধ করে।

আধুনিক সমাজে আখিরাত বিশ্বাসের প্রাসঙ্গিকতা ও প্রভাব:

- নৈতিক ও সামাজিক নিয়ন্ত্রণ: আখিরাতের বিশ্বাস মানুষকে গোপনে বা প্রকাশ্যে পাপকাজ থেকে বিরত রাখে, কারণ সে বিশ্বাস করে যে প্রতিটি কাজের হিসাব দিতে হবে। এটি সামাজিক অপরাধ প্রবণতা কমাতে সাহায্য করে।
- ভোগবাদ ও মানসিক প্রশান্তি: আধুনিক যুগের চরম ভোগবাদ ও মানসিক অশান্তি থেকে মুক্তি পেতে পরকালের চিরস্থায়ী জীবনের চিন্তা মানুষকে অল্পে তুষ্ট থাকতে শেখায়।মহান আল্লাহ সুবহানাল্লাহ ওয়াতাআ'লা পবিত্র কুরআন এ এরশাদ করেন-

بَلْ تُؤْثِرُونَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا

অর্থ:"বরং তোমরা দুনিয়ার জীবনকে প্রাধান্য দিচ্ছ।" [সূরা আল-আ'লা আয়াত :১৬]

- ভারসাম্যপূর্ণ জীবন: এটি মানুষকে দুনিয়ার জীবনের পাশাপাশি পরকালের প্রস্তুতি নেওয়ার মাধ্যমে একটি ভারসাম্যপূর্ণ জীবন (Balanced Life) গঠনে সহায়তা করে।
- ন্যায়বিচার ও সততা: যারা বিশ্বাস করে যে চূড়ান্ত বিচার আল্লাহর আদালতে হবে, তারা পার্থিব জীবনে ঘুষ, দুর্নীতি ও অন্যায়ের পরিবর্তে সততা ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে।
- ধৈর্য ও দৃঢ়তা: জীবনের দুঃখ-কষ্ট ও ব্যর্থতার মাঝেও আখিরাতের পুরস্কারের আশায় মানুষ হতাশ না হয়ে ধৈর্য ধারণ করতে পারে। মহান আল্লাহ সুবহানাল্লাহ ওয়াতাআ'লা পবিত্র কুরআন এ এরশাদ করেন-

وَٱلۡأٓخِرَةُ خَيۡرٞ وَأَبۡقَىٰٓ

অর্থ:“অথচ আখিরাত সর্বোত্তম ও স্থায়ী।”[সূরা আল-আ'লা আয়াত :১৭]

সংক্ষেপে, আখিরাতের বিশ্বাস কেবল মৃত্যুর পরের বিষয় নয়, বরং এটি আধুনিক যুগের অস্থির ও স্বার্থপর সমাজে একটি মানবিক, নৈতিক ও শান্তিপূর্ণ সমাজ প্রতিষ্ঠার অন্যতম ভিত্তি।

যুব সমাজে আখিরাত বিশ্বাসের প্রভাব

যুব সমাজে আখিরাত বা পরকাল বিশ্বাসের প্রভাব অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী এবং গঠনমূলক। এই বিশ্বাস তরুণদের জীবনের লক্ষ্য, দৃষ্টিভঙ্গি এবং আচরণে ইতিবাচক পরিবর্তন আনে। ইসলামী আকিদা অনুযায়ী, আখিরাতের ওপর বিশ্বাস কেবল একটি তাত্ত্বিক বিশ্বাস নয়, বরং এটি মানুষের দৈনন্দিন কর্মকাণ্ডকে নিয়ন্ত্রণ করে।

যুব সমাজে আখিরাত বিশ্বাসের প্রধান প্রভাবসমূহ নিচে আলোচনা করা হলো:

- সৎকর্ম ও জবাবদিহিতার মানসিকতা: আখিরাত বিশ্বাসী যুবকরা বিশ্বাস করে যে দুনিয়ার প্রতিটি কাজের বিচার পরকালে হবে। এর ফলে তারা অন্যায়, দুর্নীতি ও পাপ কাজ থেকে বিরত থাকে এবং সৎ ও ন্যায়পরায়ণ জীবনযাপনে উৎসাহিত হয়।
- নৈতিক ও চারিত্রিক উন্নয়ন: পরকালের শাস্তির ভয় ও পুরস্কারের আশা তরুণদের চারিত্রিক অবক্ষয় রোধ করে। এটি যুবকদের মধ্যে সততা, আমানতদারিতা, ধৈর্য ও শ্রদ্ধাবোধের মতো নৈতিক গুণাবলি তৈরি করে।মহান আল্লাহ সুবহানাল্লাহ ওয়াতাআ'লা পবিত্র কুরআন এ এরশাদ করেন-

وَأَمَّا مَنۡ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِۦ وَنَهَى ٱلنَّفۡسَ عَنِ ٱلۡهَوَىٰ

অর্থ:“আর যে স্বীয় রবের সামনে দাঁড়ানোকে ভয় করে এবং কুপ্রবৃত্তি থেকে নিজকে বিরত রাখে,

فَإِنَّ ٱلْجَنَّةَ هِيَ ٱلْمَأْوَىٰ

অর্থ:“নিশ্চয় জান্নাত হবে তার আবাসস্থল।”[সূরা আন-নাযিয়াত আয়াত : ৪০-৪১]

- হতাশা মুক্তি ও মানসিক প্রশান্তি: জীবনের নানা প্রতিকূলতা, ব্যর্থতা বা দুঃখ-কষ্টে আখিরাতের বিশ্বাস তরুণদের ধৈর্য ধারণ করতে শেখায়। তারা বিশ্বাস করে যে, দুনিয়ার দুঃখের বিনিময়ে আখিরাতে পুরস্কার রয়েছে, যা তাদের হতাশ হওয়া থেকে রক্ষা করে।পবিত্র কুরআনে আল্লাহ সুবহানাল্লাহ ওয়াতাআ'লা এরশাদ করেন-

وَلَلْأٓخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ ٱلْأُولَىٰ

অর্থ:”আর অবশ্যই তোমার জন্য পরবর্তী সময় পূর্ববর্তী সময়ের চেয়ে উত্তম।”[সূরা আদ-দুহা আয়াত:৪]

- শৃঙ্খলাবোধ ও দায়িত্বশীলতা: আখিরাতের বিশ্বাস তরুণদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে নিয়মমাফিক চলতে বাধ্য করে। তারা নিজের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হয় এবং সমাজসেবা ও মানবকল্যাণে এগিয়ে আসে।
- অহংকার ও আসক্তি থেকে মুক্তি: পরকাল বিশ্বাসী তরুণরা দুনিয়াবী ভোগবিলাস বা সম্পদের মোহে অন্ধ হয় না। তারা বুঝতে পারে যে, এই জীবন ক্ষণস্থায়ী, যা তাদের অহংকার ও মাদকাসক্তির মতো সামাজিক সমস্যা থেকে দূরে রাখে।
- দৃঢ় মনোবল ও ত্যাগের মানসিকতা: আখিরাতে বিশ্বাস তরুণদের সাহসি করে তোলে, কারণ তারা মৃত্যুর পর অনন্ত জীবনের আশা করে। বদরের যুদ্ধে সাহাবিদের দৃষ্টান্ত এর প্রমাণ, যেখানে তারা পরকালের পুরস্কারের আশায় দুনিয়ার মায়া ত্যাগ করেছিলেন।

মূলত, আখিরাত বিশ্বাস যুব সমাজকে সত্য ও ন্যায়ের পথে চলার নির্দেশনা দেয় এবং একটি শান্তিময় ও সুশৃঙ্খল সমাজ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

ইসলামের প্রাথমিক যুগে আখিরাত বিশ্বাসের বাস্তব উদাহরণ

ইসলামের প্রাথমিক যুগে আখিরাত বা পরকালের প্রতি বিশ্বাস সাহাবায়ে কেরাম ও মুসলমানদের জীবনে অত্যন্ত গভীর ও বাস্তব প্রভাব ফেলেছিল। পার্থিব জীবনের চেয়ে পরকালের চিরস্থায়ী সুখকে তারা প্রাধান্য দিতেন। এখানে এর কিছু বাস্তব উদাহরণ দেওয়া হলো:

- দুঃখ-কষ্টে ধৈর্য ধারণ: ইসলামের দাওয়াত প্রচারের কারণে প্রাথমিক যুগের মুসলমানদের ওপর কাফেররা অমানুষিক নির্যাতন করত। কিন্তু তারা জান্নাতের আশায় এসব কষ্ট হাসিমুখে সহ্য করতেন।
- সর্বাবস্থায় আল্লাহভীতি: জীবনের প্রতিটি কাজে, এমনকি নির্জন স্থানেও, মানুষ আখিরাতের জবাবদিহিতার ভয়ে পাপ কাজ থেকে বিরত থাকত। মহান আল্লাহ সুবহানাল্লাহ ওয়াতাআ'লা এরশাদ করেন-

إِلَّا تَنفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْـًٔا وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

অর্থ:"যদি তোমরা (যুদ্ধে) বের না হও, তিনি তোমাদের বেদনাদায়ক আযাব দেবেন এবং তোমাদের পরিবর্তে অন্য এক কওমকে আনয়ন করবেন, আর তোমরা তাঁর কিছুমাত্র ক্ষতি করতে পারবে না। আর আল্লাহ সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান।"[সূরা আত-তাওবা আয়াত:৩৯]

- সম্পদ অকাতরে দান: জান্নাত লাভের আশায় সাহাবীরা নিজেদের সমস্ত সম্পদ আল্লাহর রাস্তায়, অসহায়দের জন্য এবং ইসলামের প্রয়োজনে অকাতরে দান করে দিতেন।
- মৃত্যুকে আলিঙ্গন: পরকালের জীবনের প্রতি অটুট বিশ্বাসের কারণে তারা যুদ্ধের ময়দানে মৃত্যুকে ভয় পেতেন না, বরং শাহাদাতের আকাঙ্ক্ষা করতেন।
- ভোগবিলাসের বর্জন: পার্থিব জীবনের চেয়ে আখিরাতের জীবনকে উত্তম মনে করে তারা ভোগবিলাস বর্জন করে সাদাসিধে জীবনযাপন করতেন। তাবুক যুদ্ধের সময় সাহাবীরা চরম অভাব ও প্রচণ্ড গরমের মধ্যেও

আখিরাতের প্রতিদান ও আল্লাহর সন্তুষ্টির আশায় নিজেদের জান-মাল নিয়ে আল্লাহর রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছিলেন। আখিরাতের প্রতি তাঁদের বিশ্বাস ছিল অটল।

মূলত, ইসলামের প্রাথমিক যুগে আখিরাত বিশ্বাস কেবল মুখে বলার বিষয় ছিল না, বরং তাদের জীবনের প্রতিটি কর্মে এর প্রতিফলন ঘটত।

বর্তমান সমাজে আখিরাত বিশ্বাসের অভাবের প্রভাব

বর্তমান সমাজে আখিরাত বা পরকাল বিশ্বাসের অভাব ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে সুদূরপ্রসারী এবং নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। ইসলামের অন্যতম মূল আকিদা হলো মৃত্যুর পরের জীবনের ওপর বিশ্বাস রাখা, যা মানুষকে সৎকর্মে অনুপ্রাণিত করে এবং অন্যায় থেকে বিরত রাখে। এই বিশ্বাসের অভাবেই সমাজে নানা অবক্ষয় দেখা দিচ্ছে।

আখিরাত বিশ্বাসের অভাবের প্রধান প্রভাবগুলো নিচে আলোচনা করা হলো:

- নৈতিক ও সামাজিক অবক্ষয়: পরকালে জবাবদিহিতার ভয় না থাকায় মানুষ অন্যায়, দুর্নীতি, শোষণ, এবং অপরাধপ্রবণতায় জড়িয়ে পড়ছে। ন্যায়-নীতি ও সততার চেয়ে ব্যক্তিগত স্বার্থ বড় হয়ে উঠছে।
- বস্তুবাদী মানসিকতা: মৃত্যুর পরবর্তী চিরস্থায়ী জীবনের চেয়ে বর্তমান দুনিয়ার ভোগ-বিলাস, ধন-সম্পদ ও ক্ষমতা অর্জনের পেছনে মানুষ অন্ধভাবে ছুটছে।পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ সুবহানাল্লাহ ওয়াতাআ'লা এরশাদ করেন-

إِنَّ هَٰٓؤُلَآءِ يُحِبُّونَ ٱلۡعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَآءَهُمۡ يَوۡمٗا ثَقِيلٗا◑

অর্থ:"নিশ্চয় এরা দুনিয়ার জীবনকে ভালবাসে আর তাদের সামনে রেখে দেয় এক কঠিন দিন।"[সূরা ইনসান আয়াত:২৭]

- পারিবারিক ও সামাজিক সম্পর্কে ফাটল: মানুষের প্রতি দয়ামায়া, মেহমানকে সম্মান করা, এবং প্রতিবেশীর হক আদায়ের মতো মানবিক গুণাবলী হ্রাস পাচ্ছে।
- অন্যায়-অবিচার বৃদ্ধি: যেহেতু মানুষ মনে করে যে সব কাজের হিসাব দিতে হবে না, তাই তারা অন্যায়ভাবে অন্যের অধিকার হরণ করছে।
- দ্বীন ও শরীয়তের প্রতি উদাসীনতা: সালাতসহ অন্যান্য ফরজ ইবাদতের প্রতি অবহেলা বাড়ছে, যা মানুষকে আরও বেশি পাপাচারের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। মহান আল্লাহ সুবহানাল্লাহ ওয়াতাআ'লা এরশাদ করেন-

أَيَحۡسَبُ ٱلۡإِنسَٰنُ أَلَّن نَّجۡمَعَ عِظَامَهُۥ◑

অর্থ:"মানুষ কি মনে করে যে, আমি তার অস্থিসমূহ একত্র করতে পারবনা? "[সূরা কিয়ামাহ আয়াত :৩]

পরকালে বিশ্বাসের অভাব মানুষকে ভোগবাদী করে তোলে এবং জীবনের মূল উদ্দেশ্য থেকে বিচ্যুত করে, যার ফলে ব্যক্তিগত জীবনে অসন্তোষ এবং সামাজিকভাবে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়।

গবেষণার সারসংক্ষেপ

এই গবেষণায় আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস মানব জীবনে কী ধরনের প্রভাব ফেলে তা কুরআন, হাদীস ও ইসলামী চিন্তাবিদদের আলোকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। গবেষণার ফলাফল থেকে প্রতীয়মান হয় যে, আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস ইসলামের একটি মৌলিক উপাদান, যা মানুষের জীবনদর্শন, নৈতিকতা ও আচরণকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে।

কুরআনের আলোকে দেখা যায় যে, মানব জীবনকে একটি পরীক্ষা হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে এবং আখিরাতে প্রতিটি কাজের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা হয়েছে। এই বিশ্বাস মানুষের মধ্যে একটি শক্তিশালী অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা তৈরি করে, যা তাকে অন্যায়, প্রতারণা ও অনৈতিক আচরণ থেকে বিরত রাখে। গবেষণায় আরও দেখা যায় যে, আখিরাতের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস ব্যক্তিগত জীবনে আত্মনিয়ন্ত্রণ, ধৈর্য, সততা ও মানসিক শান্তি বৃদ্ধি করে। একইসাথে সামাজিক জীবনে এটি ন্যায়বিচার, সহানুভূতি এবং দায়িত্ববোধ প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

অন্যদিকে, আখিরাতের প্রতি দুর্বল বিশ্বাসের ফলে নৈতিক অবক্ষয়, অপরাধ প্রবণতা এবং মানসিক অস্থিরতা বৃদ্ধি পায়। আধুনিক সমাজে বিদ্যমান অনেক সমস্যার মূল কারণ হিসেবে এই জবাবদিহিতাহীন মানসিকতাকে চিহ্নিত করা যায়।

সুতরাং, এই গবেষণার সারমর্ম হলো—আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস মানব জীবনের একটি মৌলিক নিয়ামক শক্তি, যা ব্যক্তিগত ও সামাজিক উভয় ক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে সক্ষম।

উপসংহার

এই গবেষণার আলোকে বলা যায় যে, আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস মানব জীবনের একটি গভীর ও রূপান্তরমূলক (transformative) শক্তি হিসেবে কাজ করে। এটি মানুষের চিন্তাভাবনা, মূল্যবোধ এবং আচরণকে এমনভাবে গঠন করে, যা তাকে একটি দায়িত্বশীল, নৈতিক ও সচেতন ব্যক্তি হিসেবে গড়ে তোলে।

কুরআনে বর্ণিত জবাবদিহিতার ধারণা মানুষের মধ্যে এক ধরনের স্থায়ী সচেতনতা সৃষ্টি করে যে, তার প্রতিটি কাজের হিসাব একদিন দিতে হবে। এই বিশ্বাসই তাকে অন্যায় থেকে বিরত রাখে এবং সৎ ও ন্যায়পরায়ণ জীবনযাপনে উৎসাহিত করে।মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআন এ এরশাদ করেন-

فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ◑

অর্থ:"অতএব, কেউ অণু পরিমাণ ভালকাজ করলে তা সে দেখবে, [সূরা যিলযাল আয়াত :৭]

وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ◑

অর্থ:"আর কেউ অণু পরিমাণ খারাপ কাজ করলে তাও সে দেখবে।" [সূরা যিলযাল আয়াত :৮]

গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে, যেখানে আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস দৃঢ়, সেখানে ব্যক্তি জীবনে আত্মনিয়ন্ত্রণ ও মানসিক স্থিতিশীলতা বৃদ্ধি পায় এবং সমাজে ন্যায়বিচার ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হয়। পক্ষান্তরে, এই বিশ্বাস দুর্বল হলে ব্যক্তি স্বার্থপর হয়ে ওঠে এবং সামাজিক বিশৃঙ্খলা বৃদ্ধি পায়।

অতএব, বলা যায় যে আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস শুধুমাত্র একটি ধর্মীয় ধারণা নয়; বরং এটি একটি কার্যকর নৈতিক ও সামাজিক কাঠামো, যা মানব জীবনের উন্নয়ন ও সমাজের স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

পরিশেষে বলা যায়, ব্যক্তি ও সমাজে স্থায়ী ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে হলে আখিরাতের প্রতি সচেতন ও দৃঢ় বিশ্বাস প্রতিষ্ঠা করা অপরিহার্য।